বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১১-২০১২

প্রথম খণ্ড

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

[বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এর ২০১০-১১ এবং তদপূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১১-২০১২

প্রথম খণ্ড

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

[বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এর ২০১০-১১ এবং তদপূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ	২-৩
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
৭.	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৫
৮.	অডিটের সুপারিশ	৫
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৭
	অনুচ্ছেদ নং ও আপত্তির শিরোনাম	
১০.	অনুচ্ছেদ-০১ : কার্গো গ্যান্ট্রি এক্সরে স্ক্যানিং মেশিনের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী Color Imaging এবং Explosive & Weapons Detection Capability সন্তোষজনক না হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত। জড়িত অর্থ ঃ ২৭,০০,০০০/- টাকা।	৯-১০
১১.	অনুচ্ছেদ-০২ : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কার্গো ভিলেজে স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট রয়্যালটি বাবদ ৪,৩২,৫২,১৪৬/- টাকা অনাদায়। সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি।	১১
১২.	অনুচ্ছেদ-০৩ : ১৭-১০-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১০-১১-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে কার পার্ক হতে কোন অর্থ আদায় না দেখানোর ফলে সংস্থার ৬৬,০৮,৪৪৮/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।	১২
১৩.	অনুচ্ছেদ-০৪ : স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনের পরিবর্তে মাসিক ভাড়া পরিশোধের ভিত্তিতে নামমাত্র রয়্যালটি গ্রহণশর্তে চুক্তি সম্পাদন করায় এ,এম,এস কর্তৃক আদায়কৃত ১১৯,৮১,৫০,০৫৩/- টাকার মধ্যে মাত্র ১৫,৫৫,০১,৩৭১/- টাকা জমা হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি ১০৪,২৬,৪৮,৬৮২ টাকা।	১৩
১৪.	অনুচ্ছেদ-০৫ : বিভিন্ন এয়ারলাইন্স/প্রতিষ্ঠানের নিকট বিভিন্ন চার্জ ও ভাড়া বাবদ ৯৬,৫৭,৯৬০/২২ মার্কিন ডলার এবং ৯,৬৬,৫৮,৪৮৭/- টাকা অনাদায়ে আর্থিক ক্ষতি।	১৪-১৬
১৫.	অনুচ্ছেদ-০৬ : নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন হতে প্রাপ্ত রাজস্ব এর পরিমাণ অপেক্ষা এএমএস কর্তৃক স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন হতে প্রাপ্ত রাজস্ব অনেক কম হওয়ায় বেবিচকের ১৩১,৪৫,১২,৩৬৮/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।	১৭
১৬.	অনুচ্ছেদ-০৭ : বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এর যানবাহন অনিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যবহার করায় সংস্থার ২১,৩৩,১৮৯/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।	১৮
১৭.	অনুচ্ছেদ-০৮ : চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করে বিলম্বিত সময়ের জন্য মাসিক ২% সারচার্জ আদায় না করায় সংস্থার ১৮,০৯,৪২৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	১৯
১৮.	অনুচ্ছেদ-০৯ : মঞ্জুরীকৃত পদের অতিরিক্ত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী (দক্ষ অদক্ষ শ্রমিক) নিয়োগ দেখিয়ে বিল পরিশোধে সংস্থার ১১,৭১,৪৭,৯২৯/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।	২০
১৯.	অনুচ্ছেদ-১০ : শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এর কার্গো ভিলেজএ স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন দ্বারা ১-৭-২০১০ খ্রিঃ হতে ৩-১২-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে মালামালের ওজন এর বিবরণ সরবরাহ না করায় রয়্যালটি আদায়ে অনিশ্চয়তা।	২১
২০.	অনুচ্ছেদ-১১ : সংশোধিত ট্যারিফ অনুযায়ী আদায়কৃত অবতরণ চার্জ বিলম্বে প্রদানের জন্য অতিরিক্ত চার্জ আদায় না করে সংস্থার ১৭,৩০,৯৮৫/- টাকা ও ২,৭১,৮১৫.৫৪/- ইউ এস ডলার সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	২২
২১.	অনুচ্ছেদ-১২ : কার পার্কিং ও দর্শক গ্যালারি ইজারাদারের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন না করে টোল আদায়ের সুযোগ প্রদান এবং ঠিকাদার কর্তৃক ইজারা মেয়াদ শেষ হলেও ৪৪,১০,৯৩২/- টাকা অনাদায়ী সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	২৩
২২.	অনুচ্ছেদ-১৩ : অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধার না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪০৫,৯১,৭৫,৫৯০/- টাকা।	২৪
২৩.	অনুচ্ছেদ-১৪ : বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া বকেয়া থাকায় সরকারের ১১,১৩,৬১,১৪৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি। বিমান বন্দরের সাথে সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ চুক্তি সম্পাদন না করায় চুক্তিহীন/অবৈধভাবে বিমান বন্দর ব্যবহার।	২৫
২৪.	অনুচ্ছেদ-১৫ ভূয়া প্রাক্কলন অনুমোদন দেখিয়ে চুক্তি সম্পাদন করত চুক্তি বহির্ভূত চেইনেজ এ কাজ করা দেখিয়ে বিল পরিশোধে সংস্থার টাকা ১,৮৩,২৬,৩৬০/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।	২৬

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখ : ১৮/০৪/১৪২২ বঙ্গাব্দ
০২/০৮/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

(মাসুদ আহমেদ)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছর সমূহের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সামগ্রিক লেনদেন ও আয় ব্যয়ের ক্ষুদ্রাংশ অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রশাসনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ত্রুটি বিচ্যুতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। কাজেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক আর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি দূরীকরণের মাধ্যমে বর্তমান রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়ে আনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ অব্যাহত রাজস্ব ক্ষতির হাত থেকে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক। উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আনিছুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ: ২৮-০৩-১৪২২ বঙ্গাব্দ
১২-০৭-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১.	কার্গো গ্যান্ট্রি এক্সরে স্ক্যানিং মেশিনের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী Color Imaging এবং Explosive & Weapons Detection Capability সন্তোষজনক না হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত।	২৭,০০,০০০ /-.
২.	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কার্গো ভিলেজে স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট রয়্যালটি বাবদ অনাদায়।	৪,৩২,৫২,১৪৬/-
৩.	১৭-১০-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১০-১১-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে কার পার্ক হতে কোন অর্থ আদায় না দেখানোর ফলে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৬৬,০৮,৪৪৮/-
৪.	স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনের পরিবর্তে মাসিক ভাড়া পরিশোধের ভিত্তিতে নামমাত্র রয়্যালটি গ্রহণশর্তে চুক্তি সম্পাদন করায় এ,এম,এস কর্তৃক আদায়কৃত ১১৯,৮১,৫০,০৫৩/- টাকার মধ্যে মাত্র ১৫,৫৫,০১,৩৭১/- টাকা জমা হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি ১০৪,২৬,৪৮,৬৮২ টাকা।	১০৪,২৬,৪৮,৬৮২/-
৫.	বিভিন্ন এয়ারলাইন্স এর নিকট বিভিন্ন চার্জ ও ভাড়া বাবদ অর্থ অনাদায়ে আর্থিক ক্ষতি।	৯৬,৫৭,৯৬০/২২ মার্কিন ডলার এবং ৯,৬৬,৫৮,৪৮৭/- টাকা
৬.	নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন হতে প্রাপ্ত রাজস্ব এর পরিমাণ অপেক্ষা এএমএস কর্তৃক স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন হতে প্রাপ্ত রাজস্ব অনেক কম হওয়ায় বেবিচকের আর্থিক ক্ষতি।	১৩১,৪৫,১২,৩৬৮/-
৭.	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এর যানবাহন অনিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যবহার করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	২১,৩৩,১৮৯/-
৮.	চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করে বিলম্বিত সময়ের জন্য মাসিক ২% সারচার্জ আদায় না করায় সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি।	১৮,০৯,৪২৪/-
৯.	মঞ্জুরীকৃত পদের অতিরিক্ত ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী (দক্ষ অদক্ষ শ্রমিক) নিয়োগ দেখিয়ে বিল পরিশোধে সংস্থার অতিরিক্ত ব্যয়।	১১,৭১,৪৭,৯২৯/-
১০.	শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এর কার্গো ভিলেজে স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন দ্বারা ১-৭-২০১০ খ্রিঃ হতে ৩-১২-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে মালামালের ওজন এর বিবরণ সরবরাহ না করায় রয়্যালটি আদায়ে অনিশ্চয়তা।	-------
১১.	সংশোধিত ট্যারিফ অনুযায়ী আদায়কৃত অবতরণ চার্জ বিলম্বে প্রদানের জন্য অতিরিক্ত চার্জ আদায় না করে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	২,৭১,৮১৫/৫৪ মার্কিন ডলার এবং ১৭,৩০,৯৮৫/০০ টাকা
১২.	কার পার্কিং ও দর্শক গ্যালারি ইজারাদারের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন না করে টোল আদায়ের সুযোগ প্রদান এবং ঠিকাদার কর্তৃক ইজারা মেয়াদ শেষ হলেও অনাদায়ী সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৪৪,১০,৯৩২/-
১৩.	অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধার না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৪০৫,৯১,৭৫,৫৯০/-
১৪.	বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া বকেয়া থাকায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। বিমান বন্দরের সহিত সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ চুক্তি সম্পাদন না করে চুক্তিহীন/ অবৈধভাবে বিমান বন্দর ব্যবহার।	১১,১৩,৬১,১৪৩/-
১৫.	ভূয়া প্রাক্কলন অনুমোদন দেখিয়ে চুক্তি সম্পাদন করত চুক্তি বহির্ভূত চেইনেজ এ কাজ করা দেখিয়ে বিল পরিশোধে সংস্থার টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।	১,৮৩,২৬,৩৬০/-
০	সর্বমোট =	৬৮২,২৪,৭৫,৬৮৩/- টাকা এবং ৯৯,২৯,৭৭৫/৭৬ মার্কিন ডলার

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থবছর	:	২০১০-২০১১
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	:	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)
নিরীক্ষার প্রকৃতি	:	আর্থিক নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	:	১২-০২-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৩-০২-২০১২ খ্রিঃ, ২৯-০২-২০১২খ্রিঃ হতে ০৭-০৩-২০১২ খ্রিঃ এবং ১০-৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৭-৪-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	:	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	:	চাহিদাপত্র ইস্যুকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে	:	জনাব আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক। জনাব এ কে এম জুবায়ের, উপ-পরিচালক। জনাব এস,এম মোবাশ্বের আলী, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	:	জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি লংঘন করে ব্যয় করা।
- যথাযথভাবে সরকারের রাজস্ব আদায় না করা।
- পিপিআর-২০০৮ এর অনুশাসন না মানা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণে দায়িত্বশীলতার অভাব।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ ২০০৮এর প্রবিধানমালা অনুসরণ না করা।

অডিটের সুপারিশ

- রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত পিপি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারি বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ ২০০৮এর প্রবিধানমালা অনুসরণ করা।
- সরকারি রাজস্ব আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : কার্গো গ্যান্ট্রি এক্সরে স্কেনিং মেশিনের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী **Color Imaging** এবং **Explosive & Weapons detection Capability** সন্তোষজনক না হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত। জড়িত অর্থ ২৭,০০০০০/- টাকা ।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, সিভিল এভিয়েশন সদর দপ্তর ১২-২-২০১২ খ্রিঃ থেকে ২৩-২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে Procurement of Cargo Security Scanning Machine for Cargo Village at Hazrat Shajalal International Airport, Dhaka এর DPP (Development Project Proposal) এবং On site Acceptance Committee কর্তৃক দাখিলকৃত On site Acceptance test, Factory Acceptance test এবং অন্যান্য নথিপত্র যাচাই, বাস্তব পরিদর্শনে দেখা যায় কার্গো গ্যান্ট্রি এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (মডেল MB1252c) (পরিশিষ্ট- ২) এর স্পেশিফিকেশন এর দুটি প্রধান আইটেম Imaging Detection Capability এর চাহিদা অনুযায়ী "On site Test Rport এর ফলাফল সন্তোষজনক নয় (**পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য**)। পিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য "To ensure safety & security of aircraft by Protecting illegal Air Shipment of restricted items"

- কিন্তু Specification এর দুটি প্রধান শর্ত Scanning Machine সাপোর্ট না করায় প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। উল্লেখ্য শিপমেন্ট এর পূর্বে অত্র কার্যালয়ের দুজন কর্মকর্তা যথাক্রমে সদস্য (অপারেশন এবং প্লানিং) ১.জনাব শফিকুল আলম, ২.জনাব শওকত আলী, পরিচালক(কমিউনিকেশন) চায়নাতে কারখানা পরিদর্শন করেন। কিন্তু তাঁদের প্রদত্ত "Factory Acceptance Test" এ, এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেই। একটি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংঙ্গতিপূর্ণ Specification অনুযায়ী রিপোর্ট প্রদানের ব্যর্থতার দায়ভার এড়ানো অসম্ভব। উপরন্তু ICAO (আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন সংস্থা) এর স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী স্ক্যানিং না হলে দেশীয় রফতানিকারকদের সংশ্লিষ্ট দেশে পুনরায় স্ক্যানিং করতে হবে। ফলে স্ক্যানিং চার্জ পুনরায় মালামালের লোডিং আনলোডিং কস্ট বেড়ে গিয়ে রপ্তানি শিল্প হুমকীর সম্মুখীন হবে।

- এমতাবস্থায় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ফ্যাক্টরিতে গ্যান্ট্রি এক্সরে স্ক্যানিং মেশিনের মত বৃহদাকার মেশিন ১০০% ইন্সটলেশন ছাড়া এর সমস্ত গুণাবলী (Software) ১০০% Factory তে Test করা সম্ভব নয়। কিন্তু মেশিনের সমস্ত অংশ (Hardware) ১০০% Factory তে Test করা হয়েছে। গ্যান্ট্রি মেশিন অপেক্ষাকৃত ছোট হেভী লাগেজ স্ক্যানিং মেশিনটি ১০০% Test করা সম্ভব ছিল এবং উহা ১০০% Test করা হয়েছে।

- মালামালগুলো কার্গো ভিলেজে ইন্সটলেশন হওয়ার পর Civil Aviation Authority, Bangladesh (CAAB) এর Acceptance কমিটির মাধ্যমে Test করা হয়। উক্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে Imaging ও Detection Capability 'Not Satisfactory' মন্তব্য করায় উক্ত মেশিনগুলি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এখনও গ্রহণ করা হয়নি ও তাহাদের প্রাপ্য অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করা হয়নি। কমিটির উল্লেখিত মন্তব্যের বিষয়টি প্রস্তুতকারী কোম্পানীকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ০৯-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে পত্র মারফত জানিয়েছে যে, তারা নতুন Software এর মাধ্যমে Imaging ও Detection Capability সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করেছে। এর প্রেক্ষিতে অত্রদপ্তর হতে মেশিনটি পুনরায় Test করার জন্য Acceptance কমিটি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর অডিটকে অবহিত করা হবে। আপত্তিতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত মন্তব্য করা হয়েছে যা যথার্থ নয়। কেননা গত ০৪-১২-২০১১ খ্রিঃ হতে কার্গো ভিলেজে সমুদয় কার্গো নুতন গ্যান্ট্রি এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন ও হেভি ল্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন এর মাধ্যমে স্ক্যানিং কার্যক্রম চলছে। এতে কোন এয়ারলাইন্সের নিকট হতে বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, IATA এবং ICAO স্ট্যান্ডার্ড এবং সুপারিশকৃত প্রাকটিস অনুসারে সকল কার্গো বিমানে বোর্ডিং এর পূর্বে স্ক্যান করতে হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। সিএএবি'র নিজস্ব একসেপ্টেন্স কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখিত বিষয়ে `Not Satisfactory' বলা হয়েছে। বাস্তব পরিদর্শনেও তার সত্যতা পাওয়া গেছে। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লাইট পরিচালনার ক্ষেত্রে USA এর Transportation Security Administration এর পরিদর্শন অনুযায়ী স্ক্যানিং মেশিন Specification অনুযায়ী কাজ করছে সংক্রান্ত ক্লিয়ারেন্স প্রয়োজন। নতুবা এক্সপোর্টারদের পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্কানিং/লোডিং আনলোডিং চার্জ প্রদান করতে হবে। উপরন্তু ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন (ICAO) স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী স্ক্যানিং করা প্রয়োজন।

- পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৩৩ মোতাবেক Specification অনুযায়ী মেশিনটি সাপোর্ট না করায় দরপত্র বাতিল করা প্রয়োজন ছিল। TEC কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়নের সময় বিষয়টি দেখলে (Lowest bidder হিসাবে নির্বাচিত হলেও Technically Unfit (Specification) অনুযায়ী Comply না করার কারণে) বিবেচনা করে Non Responsive Tender হিসাবে গণ্য করে দরপত্রটি বাতিল করার সুযোগ দিন।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- এক্ষেত্রে Test এর ব্যর্থতায় আলোচ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কার্গো ভিলেজে স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট রয়্যালটি বাবদ ৪,৩২,৫২,১৪৬/- টাকা অনাদায়ে সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব ১২-২-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৩-২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় ২২-১-২০০৩ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় কার্গো ভিলেজে স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন হতে প্রাপ্ত রাজস্ব এর হিসাব, চুক্তিপত্র, রাজস্ব আদায় রেজিস্টার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- নিরীক্ষায় দেখা যায়, চুক্তির শর্তানুযায়ী স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃক প্রতিমাসের রয়ালটি বাবদ অর্থ পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে Civil Aviation Authority, Bangladesh (CAAB) কর্তৃপক্ষকে পরিশোধের শর্ত থাকলেও ১-৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ের রয়ালটি বাবদ কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়নি।
- ফলে রয়ালটি বাবদ মোট ৪,৩২,৫২,১৪৬ টাকা অনাদায়ী রয়েছে (**পরিশিষ্ট 'খ'**)।
- চুক্তিপত্রের টার্মস এন্ড কন্ডিশনস্ এর ৫ নং ধারা অনুযায়ী প্রতিমাসের রয়ালটি পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সিএএবি কর্তৃপক্ষের নিকট পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত পালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- রয়েলটি পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পত্র ও তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। এপ্রিল,২০০৯ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় আর চুক্তি নবায়ন না করায় প্রতিষ্ঠানটি রয়েলটি প্রদান করা বন্ধ রেখেছে। স্ক্যানিং কার্যক্রম আউটসোর্সিং করার জন্য দরপত্র আহবান করা হলে প্রতিষ্ঠানটি সিএএবিএর বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন দায়ের করে। রয়েলটি পরিশোধ না করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- মামলার অগ্রগতি তদারকসহ সরকারি অর্থ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত অনাদায়ী অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম : কার পার্ক হতে কোন অর্থ আদায় না দেখানোর ফলে ১৭-১০-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১০-১১-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সংস্থার ৬৬,০৮,৪৪৮/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব ১২-২-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৩-২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সম্মুখস্থ বহুতল কার পার্ক এর ইজারা সংক্রান্ত নথি, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- নিরীক্ষায় দেখা যায়, সিএএবি (CAAB) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০-৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-১০-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৮৯ দিন নিজস্ব জনবল দ্বারা কার পার্ক হতে মোট ২,৩৫,২৬,০৭৫ টাকা আদায় দেখানো হয়।
- পরবর্তীতে ১১-১১-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১১-১১-২০১০ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে মোট ২,৭৬,০৫,০০০ টাকার বিনিময়ে মেসার্স সরকার এন্টারপ্রাইজকে ইজারা প্রদান করা হয়।
- ১৭-১০-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৫ দিন কোন রাজস্ব আদায় দেখানো হয়নি। ফলে উক্ত ২৫ দিনের রাজস্ব বাবদ সরকারে ২,৩৫,২৬,০৭৫ ÷৮৯ দিন×২৫ দিন = ৬৬,০৮,৪৪৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-'গ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নিজস্ব জনবল দ্বারা ২০-৭-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১২-১১-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত কার পার্কের ফি আদায় করা হয়েছে। ফলে ১৭-১০-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১২-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আদায়কৃত ফি এর পরিমাণ ২১,৯৯,৯৩০ টাকা। আপত্তিতে ২০-৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৮৯ দিনে নিজস্ব জনবল দ্বারা আদায়ের পরিমাণ ২,৩৫,২৬,০৭৫ টাকার পরিবর্তে প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ ৫৭,৩৬,৫০০ টাকা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- নিরীক্ষিত অফিসের তাৎক্ষণিক জবাব সঠিক নয়। কারণ বিমান বন্দরের সম্মুখস্থ বহুতল কারপার্ক ইজারা সংক্রান্ত সভা ২৫-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিগত বৎসরের ইজারার বিবরণ এর ৩নং ক্রমিক এ ২০-৭-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১৬-১০-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ৮৯ দিনে নিজস্ব জনবল দ্বারা আয় দেখানো হয়েছে ২,৩৫,২৬,০৭৫ টাকা।
- ১১-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১১-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইজারা প্রদান করা হলেও ১৭-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ের কোন ইজারা আদায় দেখানো হয়নি, যা আদায়যোগ্য।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ হতে সরকারি ক্ষতির অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- আলোচ্য অনিয়মে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনের পরিবর্তে মাসিক ভাড়া পরিশোধের ভিত্তিতে নামমাত্র রয়্যালটি গ্রহণশর্তে চুক্তি সম্পাদন করায় AMS কর্তৃক আদায়কৃত ১১৯,৮১,৫০,০৫৩/- টাকার মধ্যে মাত্র ১৫,৫৫,০১,৩৭১/- টাকা জমা হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি ১০৪,২৬,৪৮,৬৮২/- টাকা

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের হিসাব ১২-২-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৩-২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে কার্গো ভিলেজে স্ক্যানিং মেশিন স্থাপন সংক্রান্ত Airline Operators Committee (AOC) ও Aviation Management Services (BD) LTD (AMS) এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, CAAB এর চেকিং এর বিষয়াদি, পরবর্তীতে (তিন বছর পর) AMS ও CAAB এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ও চুক্তি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত শর্তাবলী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায়, প্রাপ্য মোট অর্থ হতে AMS কে স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনের পরিবর্তে নাম মাত্র রয়্যালটি গ্রহণ শর্তে প্রতি কেজি স্ক্যানিং চার্জ আদায়ের হার ০.০২ মার্কিন ডলার হারে গ্রহণ করার কথা থাকলেও প্রতি কেজি ০.০১০ টাকা বা তদউর্ধ্বে রয়্যালটি আদায় করা হয় (পরিশিষ্ট 'ঘ')।
- এর ফলে AMS কর্তৃক আদায়কৃত ১১৯,৮১,৫০,০৫৩/৫৪ টাকার মধ্যে মাত্র ১৫,৫৫,০১,৩৭১/৬৫ টাকা সংস্থার হিসাবে রয়্যালটি জমা হয়েছে যা মোট আদায়কৃত অর্থের ১২.৯৭%। ফলে সংস্থা (১১৯,৮১,৫০,০৫৩-১৫,৫৫,০১,৩৭১)= ১০৪,২৬,৪৮,৬৮২ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে ।
- উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (TSA)এর রিপোর্ট অনুযায়ী AMS ও AOC কর্তৃক স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন দ্বারা পণ্যধারী বক্স এর নীচের আনুমানিক ২" পরিমাণ এক্সরে করতে পারে না। এরূপ প্রতিবেদন থাকা সত্ত্বেও পুনরায় AMS এর সাথে, ২০-২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৩০-৪-২০০৬ খ্রিঃ হতে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য চুক্তি নবায়ন করা হয়, যা সরকারি রাজস্ব আদায়ে প্রতিবন্ধক হিসাবে বিবেচিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কোন কাজের আয় হতে তার বিনিয়োগ জনবলের বেতন, সরকারের আয়কর, ভ্যাট ও অন্যান্য আনুসংগিক খরচ বাদ দিয়ে লাভের হিসাব করে থাকে। সুতরাং, যদি লাভের একটি অংশ অন্য কাউকে প্রদান করতে হয় তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠান সকল প্রকার খরচ বাদ দিয়ে লাভের অবশিষ্ট অর্থের উপর অন্যকে প্রদানের লভ্যাংশ নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে CAAB এর রয়্যালটির পরিমাণ AMS এর মেশিনের দাম, স্টাফদের বেতন ও অন্যান্য সকল খরচের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নির্ধারণ করা হয়েছিল। রয়্যালটির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে জায়গা/কক্ষভাড়া নেয়া হত। সুতরাং নামমাত্র রয়্যালটি গ্রহণের বক্তব্য সঠিক নয়। এছাড়া মাসিকভাড়া পরিশোধে চুক্তি করলে লাভের পরিমাণ প্রতি বৎসরের চেয়ে পরবর্তী বৎসর বাড়লেও কর্তৃপক্ষ সেই সুবিধা গ্রহণ করতে পারত না। অতএব আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। স্ক্যানিং মেশিন পরিচালনা বাবদ মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল। প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট অনুপাতে ভাড়া বাড়ানো যেত। এছাড়া রয়্যালটি গ্রহণের ক্ষেত্রে সিএএবি প্রাপ্ত প্রতি কেজিতে ০.১০ টাকা খুবই নগণ্য। সিএএবি'র নিজস্ব জায়গা, অন্যান্য ফ্যাসিলিটিজ ব্যবহার করে সিএএবিকে ন্যূনতম অংশ প্রদান যৌক্তিক নয়। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের TSA এর রিপোর্ট এর পরেও ৩ বৎসরে চুক্তি নবায়নের ব্যাপারে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি। তদুপরি ডলারে অর্থ গ্রহণ করে টাকায় প্রদান করলে টাকার অবমূল্যায়নে সরকারের প্রকৃত আয় কমে যায়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারি স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লাভবান করার লক্ষ্যে সম্পাদিত চুক্তির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।
- অনাদায়কৃত সরকারি রাজস্ব দায়ী ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ হতে আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : বিভিন্ন এয়ারলাইন্স/প্রতিষ্ঠানের নিকট বিভিন্ন চার্জ ও ভাড়া বাবদ ৯৬,৫৭,৯৬০/২২ মার্কিন ডলার এবং ৯,৬৬,৫৮,৪৮৭/- টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান,বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ১২-২-২০১২ হতে ২৩-২-২০১২ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বেবিচকের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র, রাজস্ব আদায় রেজিস্টার, স্টেট শাখার ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত দলিলাদি, বকেয়া সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

  (ক) ২০১০-১১ অর্থ বৎসরে মোট ১৭টি এয়ারলাইন্স এর নিকট মোট ১,২০,৯৮,১৪৭.৭৭ মার্কিন ডলার দাবীর বিপরীতে মোট ৬২,৫০,৯৭০/ মার্কিন ডলার আদায় দেখানো হয়েছে এবং ৫৮,৪৭,১৭৭/৭৭ মার্কিন ডলার অনাদায়ী রয়েছে, ফলে সংস্থা ৫৮,৪৭,১৭৭/৭৭ মার্কিন ডলার আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঙ (১)।

  (খ) ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরে মোট ৭টি প্রতিষ্ঠানের নিকট বরাদ্দকৃত জায়গার ভাড়া মোট ১,০১,৯১,০৯৫/- টাকা দাবীর বিপরীতে মোট ৬৪,২৪,৪০৩ টাকা আদায় দেখিয়ে মোট ৩৭,৬৬,৬৯২ টাকা অনাদায়ী দেখানো হয়েছে। ফলে জায়গার ভাড়া বাবদ সংস্থা উক্ত ৩৭,৬৬,৬৯২ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে [পরিশিষ্ট-ঙ (২)]।

  (গ) ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্রগ্রাম কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব ১০-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের নিকট বকেয়া পাওনা আদায়ের রেজিস্টার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের নিকট এরোনটিক্যাল ভাড়া নিয়মিত আদায় করা হচ্ছে না। সিভিল এভিয়েশনের নির্ধারিত নেভিগেশন চার্জ অনুযায়ী বিল জারির ১৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বিভিন্ন বিমান সংস্থা কর্তৃক তাদের বিল পরিশোধের বাধ্যবাধকতা রয়েছে (www.caab.gov.bd)। জারীকৃত বিল নিয়মিত আদায় করা হলে বিপুল অংকের টাকা বকেয়া থাকার সুযোগ নেই। ফলে বিভিন্ন বিমান সংস্থার নিকট দীর্ঘদিন যাবৎ ৫,২৯,৫৭,৯৬৭/- টাকা ও ৯,৪৪,০৯০/৪৫ ইউ এস ডলার অনাদায়ী রয়েছে এবং বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের নিকট কক্ষ ভাড়া ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ভাড়া অর্থাৎ নন-এরোনটিক্যাল বাবদ দীর্ঘদিন যাবৎ ১,৩২,৯০,৮৩৮/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে **[পরিশিষ্ট-ঙ (৩ (i-ii)]**।

  (ঘ) পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৯-০২-২০১২ তারিখ থেকে ০৮-০৩-২০১২ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ভাড়া আদায় ও বকেয়ার রেজিস্টার এবং বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত ১৮টি সংস্থার নিকট অফিস কক্ষ ও জায়গার ভাড়া বাবদ মোট ৩,৫০,১০,৯৭৮/- টাকা পাওনার মধ্যে ২,১৫,১৩,২০২/- টাকা আদায় হলেও ১,৩৪,৯৭,৭৭৬/- টাকা বকেয়া পড়ে আছে। ফলে সংস্থায় আর্থিক স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে **[পরিশিষ্ট -ঙ (৪)]**।

  (ঙ) চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের হিসাব ১২-২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৩-২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এর কার্গো ভিলেজএ স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত জায়গা ও কক্ষ এর ভাড়া আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার পরিচালক, হযরত শাহজালাল এর পত্র নং ৯৪৭২ তারিখ: ১৮-১২-২০১১ খ্রিঃ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কার্গো ভিলেজএ স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃক ব্যবহৃত জায়গার ও কক্ষের ১-৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-১১-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের ভাড়া আদায় করা হয়নি। ফলে ভাড়া বাবদ ২০,৭৮,৮৬৪/- টাকা এ,এম,এস (বাংলাদেশ) লিঃ এর নিকট অনাদায়ী রয়েছে **[পরিশিষ্ট-ঙ (৫)]**।

  (চ) চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১২-২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৩-২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ইজারা ও গ্রহীতা সংক্রান্ত নথি, ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত নথি, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার, বকেয়া সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বেবিচকের স্টেট শাখার ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্ট এর সম্মুখে কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়াডিং এজেন্ট এ্যাসোসিয়েশন অফিস ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে মোট ৮০.০০ বর্গফুট আয়তনের ফটোস্ট্যাট

দোকান নং-২ মেসার্স সপ্তর্ষি সিন্ডিকেটকে ১-৪-২০১০ খ্রিঃ হতে ৩১-৩-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালের জন্য ভাড়ায় ইজারা প্রদান করা হয়। বকেয়ার তালিকা হতে দেখা যায় ১-৪-২০১০ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে পাওনা টাকার পরিমান ১২,০৭,৭৬৫/- এর বিপরীতে মাত্র ৩,৮০,৫০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। ফলে সংস্থার মোট ৮,২৭,২৬৫/- টাকা রাজস্ব অনাদায়ী রয়েছে [**পরিশিষ্ট-ঙ (৬) (i-iv)**]।

(ছ) চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের হিসাব ১২-২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৩-২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বেবিচকের আওতায় ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সিলেট এর ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরে নন-এ্যারোনটিক্যাল খাতে রাজস্ব আদায়ের রেকর্ডপত্র, রাজস্ব আদায়ের রেজিস্টার এবং বকেয়া রাজস্ব আদায়ের প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ইজারা গ্রহীতা দুটি প্রতিষ্ঠানের নিকট ঘরভাড়া বাবদ অর্থ অনাদায় রয়েছে। ফলে সংস্থার রাজস্ব বাবদ ৩,৬৫,২৯০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি [**পরিশিষ্ট -ঙ (৭)**]।

(জ) ব্যবস্থাপক, যশোর বিমান বন্দর, যশোর কার্যালয়ের ২০১০-১১ আর্থিক সালের হিসাব ১-৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ৮-৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে, বিমান অবতরণ ফি আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার ও নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২টি বেসরকারি বিমান সংস্থার কাছে সারচার্জ বাবদ ১৯,৮৪,৩৫৩/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে [পরিশিষ্ট -ঙ (৮) (১)]। এম্বারকেশন ফি আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার ও নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২টি বেসরকারি বিমান সংস্থার কাছে সারচার্জ বাবদ ৩,১৮,৮১২/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে (পরিশিষ্ট -ঙ (৮) (২)]। মোট অনাদায়ী (১৯,৮৪,৩৫৩+৩,১৮,৮১২)= ২৩,০৩,১৬৫/- টাকা। সিভিল এভিয়েশন অথোরিটি বাংলাদেশ এর বিভিন্ন সংস্থা হতে বিল আদায়ের ফরম নং সিএ ১১০ পেমেন্ট এ্যারেঞ্জমেন্ট কলামের ৩ (।।।) মোতাবেক বিলম্বে বিল পরিশোধের জন্য প্রতি ৩০ দিন বা মাসে ৬% হারে সারচার্জ আদায়ের বিধান রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।

(ঝ) বিমান বন্দর ব্যবস্থাপক, কক্সবাজার বিমান বন্দর, কক্সবাজার অফিসের ২০১০-২০১১ সনের হিসাব ২১-৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার ও ভাড়া আদায় সংক্রান্ত নথি/রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন এয়ারলাইন্স এর নিকট এরোনটিক্যাল চার্জ বাবদ ৪৩,২২,১৩০/- টাকা এবং নন- এরোনটিক্যাল চার্জ বাবদ ১৫,৩৫,০৭০/- টাকা সর্বমোট ৫৮,৫৭,২০০/- টাকা ৯টি সংস্থার নিকট বকেয়া রয়েছে [পরিশিষ্ট-ঙ(৯)]। এক্ষেত্রে (ক-ঝ)মোট ক্ষতির পরিমাণ : (৫৮,৪৭,১৭৭.৭৭+৩৭,৬৬,৬৯২+৪৪,০৯০.৪৫) = ৯৬৫৭৯৬০.২২ মার্কিন ডলারএরং (১,৩৪,৯৭,৭৭৬+ ২০,৭৮,৮৬৪+৬৩,০৭,৩৮৭+৩,৬৫,২৯০+৫,২৯,৫৭,৯৬৭+১,৩২,৯০,৮৩৮+২৩,০৩,১৬৫+৫৮,৫৭,২০০) =৯,৬৬,৫৮,৪৮৭/- টাকা [পরিশিষ্ট -ঙ (১-৯)]। সিপিডব্লিউ 'এ' কোড এর ১৭৭ (এ) এর পরিশিষ্ট নির্দেশানুযায়ী যে কোন রাজস্ব অনাদায়ের জন্য বিভাগীয় প্রধান দায়ী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রকৃতপক্ষে ২০১০-২০১১ সনে বকেয়ার পরিমাণ ৫৪,৯৪,৩৭৪.০০ মার্কিন ডলার, তারমধ্যে ৪৮,০০,৭৭১.০০ মার্কিন ডলার আদায় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬,৯৩,৬০০.০০ মার্কিন ডলার আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
- নথিপত্র যাচাই সাপেক্ষে বকেয়া আদায়পূর্বক ব্রডশিট জবাব দেওয়া হবে।
- বকেয়া টাকা আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। আপত্তিতে বর্ণিত বকেয়া টাকা আদায় পূর্বক অডিটকে অবহিত করা হইবে।
- ভাড়া পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তাগিদপত্র দেওয়া হয়েছে। এপ্রিল,২০০৯ থেকে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় আর চুক্তি নবায়ন করা হয়নি। স্ক্যানিং কার্যক্রম আউট সোর্স করার জন্য দরপত্র আহবান করা হলে প্রতিষ্ঠানটি সিএএবি এর বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিটপিটিশন দায়ের করে ভাড়া প্রদানে বিরত রয়েছে। ভাড়া আদায়ের জন্য তাগিদপত্র প্রদান করা হচ্ছে। ভাড়া পরিশোধ না করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- তাদের নিকট হতে ৩,৮০,৫০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। বকেয়া ৮,২৭,২৬৫ টাকা আদায়ের জন্য ইজারা গ্রহীতাকে নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। চুক্তি শর্ত মোতাবেক অবাঞ্চিত ভাড়াটিয়া হিসাবে উচ্ছেদ করার জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে পত্র দেওয়া হয়েছে (কপি সংযুক্ত) এবং টাকা আদায়ের জন্য পিডিআর এ্যাক্টের আওতায় মামলা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- এভিয়েনা এয়ারওয়েজ লিঃ ডিসেম্বর/২০০৮ হতে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে তাদের ফ্লাইট চালনা বন্ধ করে দিয়েছে। বকেয়া পরিশোধের জন্য এভিয়েনা এয়ারওয়েজকে ৫টি পত্র/তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে।
- সারচার্জ আদায় করে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে। কিছু টাকা আদায় করা হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা আদায় করে অডিটকে অবহিত করা হবে

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- নিরীক্ষিত অফিসের জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৬-০৮-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৬-০৮-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৬-০৮-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- বকেয়া আদায়ের ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন হতে প্রাপ্ত রাজস্ব এর পরিমাণ অপেক্ষা এএমএস কর্তৃক স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন হতে প্রাপ্ত রাজস্ব অনেক কম হওয়ায় বেবিচকের ১৩১,৪৫,১২,৩৬৮/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব ১২-২-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৩-২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে এএমএস কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রদত্ত রাজস্বের বিবরণী নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন হতে প্রাপ্ত রাজস্বের বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,
- এয়ারলাইন অপারেশন কমিটি (AOC) স্ক্যানিং মেশিন পরিচালনার সহিত যুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও অবৈধভাবে উক্ত কমিটির সহিত স্ক্যানিং মেশিন পরিচালনা সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন দেখিয়ে নাম মাত্র রয়ালটি গ্রহণ করায় সংস্থা বিপুল অংকের রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- ফলে বেবিচক এর গত ৮ বৎসর ৭ মাস সময়ে মোট টাকা ১,৩১,৪৫,১২,৩৬৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট 'চ')।
- চুক্তিপত্রের টামর্স এন্ড কন্ডিশনস এর ৫ নং ধারা অনুযায়ী প্রতিমাসের রয়ালটি পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সিএএবি কর্তৃপক্ষের নিকট পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত পালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নিজেরা স্ক্যানিং মেশিন স্থাপন করলে আর্থিক ভাবে লাভ হতে পারে বিবেচনায় চুক্তির মেয়াদ শেষে চুক্তি বর্ধিত না করে দরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিভিন্ন প্রকার মামলা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার কারণে কর্তৃপক্ষ স্ক্যানিং মেশিন স্থাপন কাজ বিলম্বিত হলেও কর্তৃপক্ষ মেশিন স্থাপনে ও কার্যক্রম শুরুতে সফল হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- এ ধরনের অসম চুক্তি করে সরকারের রাজস্ব আয়ের ক্ষতি সাধনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করে দৃষ্টান্তমূলকভাবে সরকারি ক্ষতির অর্থ আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এর যানবাহন অনিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যবহার করায় সংস্থার ২১,৩৩,১৮৯/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব ১২-২-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৩-২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে এমটি শাখার রেকর্ডপত্র, যানবাহনের শ্রেণি ব্যবহারকারীর নাম, পদবী, জ্বালানি ও মেরামত খাতের ব্যয় বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায়, বেবিচকের এমটি পুলের আওতাভুক্ত ৭টি যানবাহন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যবহার করা হচ্ছে এবং জ্বালানী ও মেরামত ব্যয় বেবিচকের খাত হতে নির্বাহ করা হচ্ছে।
- উক্ত যানবাহন প্রদানের নির্দেশের কপি চাওয়া হলে সিএএবি কর্তৃপক্ষ তা সরবরাহে ব্যর্থ হন।
- উল্লেখিত যানবাহন সমূহ ব্যবহারকারী কর্মকর্তা মন্ত্রণালয়ের পুল এর যানবাহন ব্যবহার করেন কিনা তার কোন তথ্য বেবিচক কার্যালয়ে নেই।
- ফলে উল্লেখিত যানবাহনের বিপরীতে ব্যয়িত অর্থ বাবদ মোট ২১,৩৩,১৮৯ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট 'ছ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি করপোরেট বডি। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সরকার তথা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আদেশ পালন করে থাকে। মন্ত্রণালয়ের গাড়ীর স্বল্পতাহেতু সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য মাঝে মাঝে মন্ত্রণালয় কর্তৃক যানবাহনের চাহিদা প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে গাড়ি ব্যবহার করায় ব্যবহারকারীগণের নিকট হতে জ্বালানি, ওভারটাইম, মেরামত বাবদ অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব আবশ্যক।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৮

শিরোনাম : চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করে বিলম্বিত সময়ের জন্য মাসিক ২% সারচার্জ আদায় না করায় সংস্থার ১৮,০৯,৪২৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব ১২-২-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৩-২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এর কার্গো ভিলেজএ স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন হতে প্রাপ্ত রাজস্ব এর হিসাব চুক্তিপত্র, রাজস্ব আদায় রেজিস্টার, ব্যাংকে অর্থ জমা সংক্রান্ত রশিদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায়, কার্গো ভিলেজএ স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (বাংলাদেশ) লিঃ চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করে প্রতিমাসের নির্ধারিত তারিখের ৪ থেকে ৯ মাস পরে রয়্যালটির অর্থ পরিশোধ করলেও কোন সারচার্জ আদায় করা হয়নি।
- ফলে সারচার্জ বাবদ সংস্থার ১৮,০৯,৪২৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (**পরিশিষ্ট 'জ'**)।
- এএমএস(বাংলাদেশ) লিঃ এর সহিত সম্পাদিত চুক্তির "টার্মস এন্ড কন্ডিশনস" এর ৫নং ধারা অনুযায়ী প্রতিমাসের রয়্যালটি পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখে পরিশোধে ব্যর্থতায় মাসিক ২% হারে সারচার্জ আদায় করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (বাংলাদেশ) লিঃ এর সহিত চুক্তি বলবৎ না থাকায় টার্মস এন্ড কন্ডিশন-এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে যাবতীয় পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। চুক্তি না থাকার পরও সংশ্লিষ্ট সংস্থার থাকার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া আইনী প্রক্রিয়ায় চুক্তির শর্তমতে অর্থ আদায়ের কোন পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়েও জবাবে কিছু বলা হয়নি।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব আবশ্যক।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ জমা পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম : মঞ্জুরীকৃত পদের অতিরিক্ত ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী (দক্ষ অদক্ষ শ্রমিক) নিয়োগ দেখিয়ে বিল পরিশোধে সংস্থার ১১,৭১,৪৭,৯২৯/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব ১২-২-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৩-২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে অর্গানোগ্রাম, অনুমোদিত জনবল ও কর্মরত জনবল, বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায়, ৪র্থ শ্রেণির মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা ৯১৭ জন। বর্তমানে কর্মরত পদের সংখ্যা ৬২৭ জন এবং শূন্য পদের সংখ্যা ২৯০ জন।
- ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ করলে সর্বোচ্চ ২৯০ জন নিয়োগ দেখার কথা। কিন্তু তদস্থলে ৪র্থ শ্রেণীর দক্ষ শ্রমিক ৮১৪ জন এবং অদক্ষ শ্রমিক মোট ৬১৩ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- ফলে দক্ষ শ্রমিক বাবদ মোট ৮,৭০,৩২,০০০ টাকা ও অদক্ষ শ্রমিক বাবদ মোট ৩,০১,১৫,৯২৯/- টাকা সর্বমোট ১১,৭১,৪৭,৯২৯/- টাকা মঞ্জুরীকৃত পদের অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে ব্যয় করা হয়েছে (**পরিশিষ্ট 'ঝ'**)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বেবিচক নিয়ন্ত্রণাধীন ৬টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর রয়েছে। বিগত ২৩ বছরে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ৬/৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিমান বন্দরের সুষ্ঠু পরিচালনা অব্যাহত রাখার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে বিদ্যমান অধ্যাদেশের ১৪ নং ধারা মোতাবেক দৈনিকভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ করেছেন। ১৩,৭৭৬ জন জনবল সম্বলিত সংশোধিত অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। অধ্যাদেশের ১৪ নং ধারার যথেষ্ট সদব্যবহার করা হয় নাই। উক্ত অধ্যাদেশে শুধু প্রয়োজনের ভিত্তিতে দৈনিক কর্মচারী নিয়োগের বিধান আছে। অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করে সরকারি অর্থ ব্যয় করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের জন্য দায়- দায়িত্ব নির্ধারণ ও অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ দায়ী ব্যাক্তিদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১০

শিরোনাম : শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এর কার্গো ভিলেজএ স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন দ্বারা ১-৭-২০১০ খ্রিঃ হতে ৩-১২-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে মালামালের ওজন এর বিবরণ সরবরাহ না করায় রয়্যালটি আদায়ে অনিশ্চয়তা।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব ১২-২-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৩-২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এর কার্গো ভিলেজে AMS কর্তৃক স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন, স্ক্যানিং মালের ওজন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র, বিল ভাউচার, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায়, ৩০-৪-২০০৩ খ্রিঃ হতে ৩০-৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্ক্যানিংকৃত মালামালের ওজনের উপর ভিত্তি করে রয়্যালটি আদায় করা হলেও ১-৭-২০১০ খ্রিঃ হতে ৩-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ের স্ক্যানিংকৃত মালামালের ওজন এর হিসাব সিএএবি কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয়নি।
- ফলে উল্লেখিত সময়ের রয়্যালটি কত তার সঠিক হিসাব নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।
- উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে স্ক্যানিংকৃত মালামালের ওজন সরবরাহের জন্য রিকুইজিশন প্রদান করা হলেও কর্তৃপক্ষ তা সরবরাহে ব্যর্থ হন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অনুচ্ছেদ-২৪ এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এ,এম,এস এর সাথে চুক্তি না থাকায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ০১-০৭-২০১০ খ্রিঃ হতে ০৩-১২-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত স্ক্যানিংকৃত মালামালের হিসাব ও রয়্যালটির টাকা পরিশোধ করেনি। আপত্তিকৃত সময়ের রয়্যালটিও স্ক্যানিংকৃত মালামালের পরিমাণ অত্রদপ্তরকে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হবে। তথ্য প্রাপ্তির পর অডিটকে অবহিত করা হবে।
- উপরোক্ত জবাবের আলোকে আপত্তিটি প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করা হল।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- উক্ত সময়ের মালামালের ওজন এর বিবরণ সরবরাহ করে রয়্যালটি আদায় নিশ্চিত করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১১

শিরোনাম : সংশোধিত ট্যারিফ অনুযায়ী আদায়কৃত অবতরণ চার্জ বিলম্বে প্রদানের জন্য অতিরিক্ত চার্জ আদায় না করে সংস্থার ১৭,৩০,৯৮৫/- টাকা ও ২,৭১,৮১৫/৫৪ ইউ এস ডলার সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

- ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ আর্থিকবছরের হিসাব ১০-৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৭-৪-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন বিমান সংস্থার বিমান অবতরন চার্জ আদায়ের রেজিস্টার যাচাই করা হয়।
- বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক অবতরণ চার্জ বিভিন্ন সময়ে আদায় করা হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ বরাবর বিল ইস্যুর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংস্থা কর্তৃক বিল পরিশোধের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যেমন বিল ইস্যুর ১৫ দিনের মধ্যে ১%, ১৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ৫% এবং ৩০ দিনের অধিক ৬% হারে additional Charges আদায়ের নির্দেশ থাকলেও সংস্থা কর্তৃক বিল বিলম্বে পরিশোধ করলেও ট্যারিফ বিধি অনুযায়ী অতিরিক্ত চার্জ আদায় করা হয়নি। ফলে সংস্থার ১৭,৩০,৯৮০/- টাকা ২,৭১,৮১৫/৫৪ ইউ এস ডলার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট 'ঞ')।
- বেবিচক এর স্মারক নং-TEL/৮৯৪৭৩৫.৩৭/৫৮TLx১৬৩২২১০ CAAB ইল ২-১০-৯২ ৭(১) (২)(৩) এর নির্দেশ উপেক্ষা করে বিলম্ব চার্জ আদায় করা হয়নি।
- সিপি ডাব্লিউ এ কোডের ১৭৭(এ) ধারা অনুযায়ী বিভাগীয় রাজস্ব/পাওনা আদায়ের জন্য বিভাগীয় প্রধান দায়ী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নথিপত্র যাচাই সাপেক্ষে রকেয়া আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রদত্ত জবাব তথ্যভিত্তিক নয় এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ জবাব প্রদান করে দায়িত্ব এড়ানো হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৬-০৮-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে উল্লেখিত প্রাপ্য অতিরিক্ত চার্জ আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ : ১২

শিরোনাম : কার পার্কিং ও দর্শক গ্যালারি ইজারাদারের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন না করে টোল আদায়ের সুযোগ প্রদান এবং ঠিকাদার কর্তৃক ইজারা মেয়াদ শেষ হলেও ৪৪,১০,৯৩২/- টাকা অনাদায়ী সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

- ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্রগ্রাম কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ আর্থিক বছরের হিসাব ১০-৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৭-৪-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় আয় ব্যয় বিবরণী এবং কার পাকিং ও দর্শক গ্যালারি ইজারা নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেসার্স তানজির কনস্ট্রাকশনের নিকট কার পাকিং এবং দর্শক গ্যালারির টোল আদায়ের জন্য গত ২৮-৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ইজারার (২৭-৫-২০১০ হতে ২৭-৫-২০১১ পর্যন্ত সময়ের) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, কার্যাদেশের পর ঠিকাদারের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদনের নিয়ম থাকলেও ইজারাদারের সাথে কোন চুক্তিপত্র সম্পদন করা হয়নি। কার্যাদেশ মূল্য (যথাক্রমে৩৮,১৩,৩৩৩+ ৫০,১৩,৩৩৩)=৮৮,২৬,৬৬৬/- টাকা হতে (যথাক্রমে ১৯,০৭,৯০০+২৫,০৭,৮৩৪) =৪৪,১৫,৭৩৪/- টাকা আদায় করা হলেও অদ্যাবধি (৮৮,২৬,৬৬৬-৪৪,১৫,৭৩৪)= ৪৪,১০,৯৩২/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে। ঠিকাদারের সহিত ইজারার চুক্তিপত্র সম্পাদন না করার ফলে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলেও তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। সদর দপ্তরের স্মারক নং-সিএএবি/এএ/ভূঃসঃ/১ এল-২২৫/০১(সংগ্রহ-১)/১৪৪/১০৪৮ তারিখ ১১-৪-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ইজারা চুক্তি না করায় কর্তৃপক্ষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দেশ লংঘন করে ইজারা চুক্তি করা হয়নি (**পরিশিষ্ট 'ট'**)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঠিকাদারের নিকট হতে বকেয়া আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রদত্ত জবাব সঠিক নয়। কারণ ইজারা দাতার সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন না করায় ইজারাদার হতে টাকা আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। কার্যাদেশ অনুযায়ী অবশিষ্ট টাকা ইজারা কার্যাদেশ প্রদানের ৬ মাসের মধ্যে পরিশোধের নির্দেশ থাকলেও ঠিকাদারের ব্যর্থতার জন্য কার্যাদেশ বাতিল করে পুনঃ দরপত্র আহবান এর মাধ্যমে ইজারা প্রদান অথবা বিভাগীয় ভাবে ফি আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
- ইজারা চুক্তির জন্য উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের নির্দেশ থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৬-০৮-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিভাগীয় মামলাসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক বকেয়া টাকা আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১৩

শিরোনাম : অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধার না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪০৫,৯১,৭৫,৫৯০/- টাকা।

বিবরণ :

- বিমান বন্দর ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, কক্সবাজার বিমান বন্দর, কক্সবাজার এর ২০১০-২০১১ সনের হিসাব ২১-৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-৪-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধার না করায় সরকারের ৪০৫,৯১,৭৫,৫৯০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ২৩ জন অবৈধ দখলকারীর নিকট দখলকৃত জমির পরিমাণ ৩১.১৭ একর অর্থাৎ ৩১১৭ শতক। সরকারি নিবন্ধন অধিদপ্তরের রেইট অনুযায়ী নির্ধারিত প্রতি শতক ভিটি জমির গড় মূল্য ১৩,০২,২৭০ টাকা। ফলে ৩১১৭ শতক জমির মূল্য (৩১১৭X ১৩,০২,১৭০)=৪০৫,৯১,৭৫,৫৯০ টাকা **(পরিশিষ্ট ' ঠ')**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কক্সবাজার বিমান বন্দরের অবৈধ দখলদারকে উচ্ছেদের জন্য মামলা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- নিরীক্ষিত অফিসের জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধারের ব্যাপারে জোরালো কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বিমান বন্দরের অবৈধ দখলকৃত জমিতে কাঁচা ঘরবাড়ি, আধাপাকা ঘরবাড়ি ও বিল্ডিং তৈরী করে অবৈধদখলকারীগণ বসবাস করছেন এবং স্থায়ীভাবে দোকান তৈরী করে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছেন। বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ নামমাত্র মামলা করেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। এতে সরকারের বিপুল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করে অবৈধ দখল উচ্ছেদের প্রয়োজন ছিল।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৬-০৮-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দখল উচ্ছেদ না করে মামলায় গিয়ে কালক্ষেপণের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধার করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১৪

শিরোনাম : বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া বকেয়া থাকায় সরকারের ১১,১৩,৬১,১৪৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি। বিমান বন্দরের সহিত সংস্থা গুলি দীর্ঘদিন যাবৎ চুক্তি সম্পাদন না করে চুক্তিহীন/অবৈধভাবে বিমান বন্দর ব্যবহার করছে।

বিবরণ :

- বিমান বন্দর ব্যবস্থাপক, ওসমানী আন্তঃ বিমান বন্দর, সিলেট কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-৪-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালীন সময় ক্যাশ বহিঃ বিল ভাউচার, চুক্তিপত্র, বকেয়া পাওনার বিবরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ওসমানী বিমান বন্দর ব্যবহারকারী বিভিন্ন সংস্থার নিকট দীর্ঘদিন যাবত ভাড়া বকেয়া থাকায় সরকারের ১১,১৩,৬১,১৪৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট 'ড')।
- নথিপত্র, বিল ভাউচার, চুক্তিপত্র ইত্যাদি বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, বিমান বন্দর ব্যবহারকারী বিভিন্ন সংস্থা যেমন, বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনস লিঃ, জিএমজি এয়ারলাইনস, এভিয়েনা এয়ারওয়েজ, ইমিগ্রেশন বিভাগ ও কাষ্টম বিভাগের নিকট দীর্ঘদিন যাবত বিপুল পরিমান অর্থ বকেয়া রয়েছে। এতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। আবার সংস্থাগুলি বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের সহিত দীর্ঘদিন যাবত কোন রকম চুক্তি সম্পাদন না করে চুক্তিহীন ভাবে/অবৈধভাবে বিমান বন্দর ব্যবহার করে যাচ্ছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিঃ এর সহিত ৩০শে জুন ২০০৯ সালে চুক্তি সম্পাদনের পর আর কোন চুক্তি সম্পাদন হয় নাই। এতে সংস্থা সমূহকে অবৈধ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বকেয়া পাওনায় বিবরণী অনুযায়ী আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে এবং ২০১০-২০১১ আর্থিক সনে বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের সহিত সংস্থাগুলির কোন রকম চুক্তি সম্পাদনের কাগজপত্র অডিটের নিকট উপস্থাপন করতে পারেনি। ভাড়া বকেয়া থাকায় সরকার একদিকে রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে চুক্তিহীন ভাবে বিমান বন্দর ব্যবহারের ফলে যে কোন সময় অনাকাংক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এ সময় জনাব মোঃ হাফিজ আহমেদ বিমান বন্দর ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে ছিলেন।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৬-০৮-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উক্ত বকেয়া টাকা আদায়ে গাফিলতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ বকেয়া টাকা দ্রুত আদায় করে কোষাগারে জমা প্রদান করে এবং সংস্থা সমূহের সহিত চুক্তি সম্পাদন করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১৫

শিরোনাম : ভূয়া প্রাক্কলন অনুমোদন দেখিয়ে চুক্তি সম্পাদন করতঃ চুক্তি বহির্ভূত চেইনেজ এ কাজ করা দেখিয়ে বিল পরিশোধে সংস্থার টাকা ১,৮৩,২৬,৩৬০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ :

- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল সার্কেল বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৯-২-২০১২ খ্রিঃ হতে ৭-৩-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে আর্থিক নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের রানওয়েতে এসফাল্ট কংক্রিট ওভারলেকরণ কাজের চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার অনুমোদিত প্রাক্কলন, কার্যাদেশ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় বিমান বন্দর এর রানওয়েতে এসফল্ট কংক্রিট ওভারলে কাজের জন্য চেইনেজ ০+০০ হতে ১+৭২ এবং চেইনেজ ৪+০০ হতে ৪+৮৫ পর্যন্ত দেখিয়ে প্রাক্কলন প্রস্তুত অনুমোদন চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও ঠিকাদার কর্তৃক নর্থ ট্যাক্সি ওয়ে এর বিভিন্ন চেইনেজএ বিভিন্ন কাজ করা দেখিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য যে, যে চেইনেজ এ কাজ করা হয়েছে সেইসব চেইনেজ এর কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়নি এবং পিপিআর-২০০৮ এর ৭৮(৩) অনুযায়ী মূল চুক্তি মূল্যের ১৫% পর্যন্ত অতিরিক্ত মূল্যের কার্যাদেশ দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে ১০০% কাজ পরিবর্তন করা হলেও তার জন্য আলাদা চুক্তি সম্পাদন করা হয়নি।
- ফলে ভূয়া প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদন করায় সংস্থার ১,৮৩,২৬,৩৬০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (**পরিশিষ্ট 'ঢ'**)।
- পিপিআর-২০০৮ এর তফসিল-২ এর বিধি ৭৪(৪) অনুযায়ী ভেরিয়েশন অর্ডার, অতিরিক্ত কার্যাদেশ, পুনরাবৃত্তি কার্যাদেশ বা অতিরিক্ত পন্য সরবরাহের আদেশ প্রদানের মূল্যসীমা মূল চুক্তিমূল্যের অনধিক ১৫% পর্যন্ত। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ১০০% কাজ অতিরিক্ত সম্পাদন করা হলেও উক্ত নির্দেশ পালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- রানওয়ে এবং ট্যাক্সিওয়ের বর্তমানে অবস্থা অনুযায়ী প্রাক্কলন সংশোধন পূর্বক চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে মেজারমেন্ট গ্রহণ করতঃ বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাব নিরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারন মূল প্রাক্কলন অনুসরণ না করে ১০০% কাজ চুক্তি বহির্ভূত স্থানে করা দেখিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশানুযায়ী ১৫% পর্যন্ত ভেরিয়েশন সম্পাদন যোগ্য। ১৫% এর অতিরিক্ত হলে প্রাক্কলন প্রস্তুত ও নূতনভাবে চুক্তি সম্পাদন করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৫-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৯-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অতএব, চুক্তি বহির্ভূত চেইনেজে ১০০% কাজ করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আনিছুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখঃ ২৮-০৩-১৪২২ বঙ্গাব্দ / ১২-০৭-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

Glossary

- AOC - Airline Operation Committee
- AMS - Aviation Management Service
- CAAB - Civil Aviation Authority of Bangladesh
- TSA - Transportation Security Administration
- MTBF - Medium Term Budgetary Framework
- DPP - Development Project Proposal
- IATA - International Air Transport Authority
- ICAO - International Civil Aviation Organization